যুগান্তর

তারিখ ... MAR 18 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গণশিক্ষার হালহকিকত

গণসাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচির মডেল লালমনিরহাটে 'সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচি' বাস্তবায়নে ব্যয়িত ৩ কোটি টাকার প্রায় পুরোটাই অপচয় হইয়াছে। কোনমতে কলম ভাঙিয়া নাম লিখিতে শিখিলেও কি কি অক্ষর দিয়া সেই নাম লেখা হইয়াছে সেই কথাও বলিতে পারে না এই জেলার বহু গণশিক্ষা কেন্দ্রের অসংখ্য শিক্ষার্থী। এমনও আছে যাহারা একবার অতিকষ্টে নাম লিখিতে শিখিয়াছিল এখন তাহারা না পারে লিখিতে, না পারে পড়িতে, এমনকি কোনকিছু গণনা করিতেও পারে না। এই হইতেছে বাগাড়ম্বরপূর্ণ গণশিক্ষার মডেল(!) লালমনিরহাটের অবস্থা। জেলা প্রশাসনের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার দেওয়া তথ্যানুযায়ী জানা যায়, '৯৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার পর যাহাদের সাক্ষর হিসাবে ঘোষণা করা হয় তাহাদের বেশির ভাগই এখন লিখিতে, পড়িতে ও গণনা করিতে পারে না। অথচ গণশিক্ষা কর্মসূচির ইহাই ছিল মূল লক্ষ্য।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দফতর আর বিভিন্ন জেলা প্রশাসনের আত্মতুষ্টিতে ও তথাকথিত সাফল্যে খুশি হইয়া লালমনিরহাটকে মডেল ধরিয়া সারাদেশে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিগত সরকারের আমলে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হইয়াছিল। এই কর্মসূচিতে নিরক্ষরতা কতখানি মুক্ত হইয়াছিল তাহা তথাকথিত 'নিরক্ষরতামুক্ত জয়পুরহাট ও গাইবান্ধা' এবং 'অরুণোজ্জ্বল গাজীপুর'-এর উদাহরণ হইতে দেশবাসী জানিতে পারিয়াছে। তিনটি জেলাতেই বিপুলসংখ্যক-নিরক্ষর-মানুষ-থাকা সত্ত্বেও উক্ত জেলাগুলিকে নিরক্ষরমুক্ত হিসাবে ঘোষণা দিয়া গোটা প্রকল্পকেই বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করিয়া তোলা হইয়াছিল। ওই সময়ের সংবাদপত্রগুলির বিভিন্ন রিপোর্টের মাধ্যমে জানা গিয়াছে, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিরক্ষরদের তালিকা পাইয়াছেন, শিক্ষাকেন্দ্র পাইয়াছেন কিন্তু শিক্ষার্থী পান নাই। যাহারা ক্লাসে যোগ দিয়াছিল সাক্ষরতার জন্য তাহাদের অনেকেই ছয় মাস না যাইতেই ঝরিয়া পড়িয়াছে। যাহারা সাক্ষরদান শিখিয়াছিল উহাদের অধিকাংশই পড়িতে শিখে নাই। এমনকি অক্ষর না চিনিয়াও অনেকেই তথাকথিত সাক্ষরতা অর্জন করিয়াছে। এইভাবেই বিভিন্ন জেলা প্রশাসন ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দফতর মিলিয়া নির্লজ্জ মিথ্যাচার ও বাগাড়ম্বরের মাধ্যমে সরকারকে খুশি করিতে গণশিক্ষা প্রকল্প লইয়া মাঠে নামিয়াছিল। এইভাবে রাজনৈতিক সরকারকে নানা উপাচার আর চাটুকারিতায় খুশি করিবার মাধ্যমে ফায়দা লুটিবার সংস্কৃতি এই দেশে নূতন নয়। এই দেশে মানব উন্নয়ন কর্মসূচিকে রাজনীতির দুষ্টচক্র হইতে মুক্ত করা যাইতেছে না বলিয়াই সরকারি পরিসংখ্যান এবং মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকিয়া যায়। এই সকল বাগাড়ম্বরসর্বস্ব প্রকল্প আবার প্রচার-প্রচারণার তোড়জোড়ে ১৯৯৮ সালে ইউনেস্কো প্রদত্ত আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কারও বাগাইয়া লইয়াছে। এই কর্মসূচিতে ব্যয়িত অর্থ অপচয় হইতেছে বিধায় অনেক জেলাতেই এখন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ইহার কার্যক্রম।

বিগত সরকারের আমলে জাতীয় সংসদের অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির এক প্রাথমিক প্রতিবেদনে জানা যায়, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের চারটি প্রকল্পে ১৪৮ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার অনিয়ম ও দুর্নীতি হইয়াছে। নিরক্ষর জনসাধারণকে সাক্ষর করিয়া তুলিবার এই সকল প্রকল্পের বিপরীতে শত শত কোটি টাকা ব্যয় করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে নিরক্ষর জনসাধারণের পরিবর্তে শিক্ষিত জনসাধারণকে অক্ষরজ্ঞান দেয়া হইয়াছে। ইহাতেই বোঝা যায় যে, গণসাক্ষরতা কর্মসূচি কেন মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়াছিল।

বিস্মিত হইতে হয় এই ভাবিয়া যে, আমাদের নীতিনির্ধারক ও প্রকল্প পরিচালকরা সাক্ষরতা বলিতে কি কেবল কলম ভাঙিয়া নাম লেখাকেই বোঝেন? এ কেমন আত্মতুষ্টি? এহেন আত্মপ্রবঞ্চনা হইতে জাতিকে মুক্তি দিবার লক্ষ্যে সাক্ষরতা বলিতে সার্বিক অর্থেই লেখা ও পড়ার উপযুক্ত সমন্বয় ঘটাইতে হইবে। অন্যথায় এই দুর্নীতি, অনিয়ম, প্রতারণা আর ভণ্ডামির কারণেই একদিন হয়তো জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়িবে।